জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে বৈশাখ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 9th May 1962 { ৫০শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

"দাতারো নরকং যান্তি দানগ্রাহী নিপাতিতঃ।"

—০—

এই শ্লোকাংশের অর্থ—দাতারা নরকে গমন করিতেছে এবং যে দান গ্রহণ করিতেছে সে বিনষ্ট হইতেছে। চিরদিনই লোকে জানে দাতা দানের ফলে দীর্ঘায়ু হইয়া পরকালে স্বর্গে গমন করেন। কেবল অতিদান করিয়া দৈত্যরাজ বলি পাতালে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারে স্বয়ং নারায়ণ দ্বাররক্ষক হইয়া অবস্থান করিয়া বলির কামনা পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দাতার নরকে গমন কেহ কখন শুনিয়াছেন কি?

অনেক দিনের কথা—যখন ইংরেজ এদেশ শাসন করিতেছিল, মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার পৈতৃক রাজধানী ভদ্রপুর রাজবাটীতে মহাসমারোহে লক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমন্বয়-সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি প্রদেশ হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আগমন করিয়াছিলেন। সভার নিয়ম অনুসারে রাজপুরোহিতকে আলোচনার জন্য পূর্ব্বপক্ষ (প্রশ্ন) করিতে হয়। তিনি বিচারের জন্য যে প্রশ্ন করিবেন অন্যান্য সমাগত পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের যুক্তিসহ তাহার মীমাংসা করিবেন।

ভদ্রপুরের সংলগ্ন আকালীপুর নামক গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহারাজা নন্দকুমারের কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার উপর মহারাজা ভার দিলেন—এমন এক জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে সমাগত এই লক্ষ ব্রাহ্মণের সেই প্রশ্নের মীমাংসা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় খুব বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। এতগুলি মহামহা পণ্ডিতকে কি প্রশ্ন করিয়া তিনি পরাস্ত করিবেন, যাহাতে তাঁহার সম্মান ও রাজমর্য্যাদা উভয়ই রক্ষা হয়।

অতি প্রত্যুষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আকালীপুরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ব্রহ্মাণী নদীতে স্নানার্থে গমন করিয়া একটি ব্যাপার দর্শন করিলেন। সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি শ্লোক রচনা করিলেন। তাঁহার রচিত শ্লোক তাঁহাকে এত মুগ্ধ করিল যে তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন—সমাগত পণ্ডিতগণের কেহই ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না।

সভারম্ভ হইবামাত্র পূর্ব্বপক্ষ করিবার জন্য রাজ-পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার রচিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন।

"কিমাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং স্বল্পতোয়া নদীতটে।
দাতারো নরকং যান্তি দানগ্রাহী নিপাতিতঃ॥"

শ্লোকটী শ্রবণ করা মাত্র পণ্ডিতগণের মধ্যে তর্কাতর্কি আরম্ভ হইল। দাতার নরকে গমন কেহ কোন শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন পণ্ডিতগণ প্রশ্নকর্ত্তা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই তাঁহার প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সবিনয়ে পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট নিবেদন করিলেন—"আপনারা যদি আমার সঙ্গে গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী নদীর ধারে গমন করেন সকলেই স্বচক্ষে ব্যাপারটী প্রত্যক্ষ করিয়া নিঃসন্দেহ হইবেন।" পণ্ডিতেরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া নদীর ধারে গিয়া দেখিলেন—নদীর ধারে কতকগুলি লোক চার ফেলিয়া বড়শীতে টোপ গাঁথিয়া নদীগর্ভস্থ মৎস্যগুলিকে খাদ্যদ্রব্যে প্রলুব্ধ করতঃ বড়শীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতেছে। তাহারা নির্ব্বোধ মৎস্যদিগকে তাহাদের খাদ্য বিতরণ করিতেছে, সুতরাং দাতা—এ দান তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়া নিজের মতলব হাসিল করার জন্য। এ দানে দাতার নরক ও গ্রহীতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পণ্ডিতেরা ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত প্রশ্নের মীমাংসা স্বচক্ষে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

ব্যাধ ও ধীবর জাতীয় লোক প্রাণী বধ করিবার জন্য যেমন সেই প্রাণীর খাদ্যের প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া নিজেরা লাভবান হয়, তেমনি সুধীবর মনুষ্যগণের কেহ কেহ বদান্যতার আবরণে এক দৃষ্টিশক্তিহীন অশীতিপর বৃদ্ধ অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে সহস্রাধিক মুদ্রা প্রণামী দিয়া তাঁহার আবাল্য প্রকৃত ঘটনাবলম্বনে লিখিত রচনাবলী চিত্রনাট্যাকারে অভিনয় করাইয়া উপার্জ্জনের আশায় এক টাকার ষ্ট্যাম্পে আইনজ্ঞ দ্বারা টাইপ করাইয়া চোখে দেখেনা যে তার হাত ধরিয়া স্বাক্ষর লইয়াছেন। ব্রাহ্মণের রচনায় অনেক অপ্রকৃত কাল্পনিক ব্যাপার প্রক্ষেপ দিয়া তাহাও সেই বৃদ্ধের রচনা বলিয়া নাট্যমঞ্চে তাঁহাকে হাজির করিয়া সে সব প্রক্ষিপ্ত রচনাও তাঁহার বলিয়া কবুল করাইবার ফন্দী করিয়া বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন।

এ ক্ষেত্রে দাতারা নরকে যাইবেন কিনা জানা যাইবেনা কিন্তু এই বৃদ্ধ যে লোকচক্ষে হেয় হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুধীবরগণের প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে মিথ্যা লেখা হইয়াছে। নাটকের কদর বাড়াইবার জন্য মিথ্যার বেসাতি অনেক আছে।

"নীরভুখী মৃগী বারিপানে গিয়া
বিঁধিল ব্যাধের শরে!
জলের সফরী আহার ধরিতে
বঁড়শী বিঁধিল তারে॥"

পারিতোষিক বিতরণী সভা

গত ৬ই মে রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে গোবিন্দপুর জুনিয়র হাই স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র পরিচালকের মৃত্যু

চিত্র পরিচালক শ্রীবুলু দাসগুপ্ত মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার পাঁচথুপী গ্রামে একখানি ছায়াচিত্রের চিত্র গ্রহণকালে বজ্রপাতের ফলে মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

—•—

[দক্ষিণ কলিকাতা সাংস্কৃতিক (কবিতা) প্রতিযোগিতায় এই কবিতাটি ১৯৬১ সালে প্রথম পুরস্কার লাভ করে।]

॥ সু—মো—দে ॥

হিমগিরি পাদদেশে দাঁড়াই যখন
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি সত্য বড় মনে হয়,
দৃষ্টিতে ধরিতে নারে, মুগ্ধ প্রাণ মন
প্রতিভার-হিমালয় তুমি পরিচয়।
বিশাল বিস্তীর্ণ তুমি সমুদ্র-সমান
কূল নাই, তল নাই, পাণ্ডিত্যের বিভা—
রবীন্দ্র-জীবন-কর্ম অক্ষয় অম্লান
ভুবন বন্দিত ধন্য রবীন্দ্র-প্রতিভা।
ভারত-আত্মার-বাণী বিশ্বপ্রেম-কথা
রচেছ অমৃত-ছন্দে রেখায়-লেখায়,
তোমার শাশ্বত-বাণী বিশ্ব-মানবতা
প্রতিভাত নাট্য, কাব্য, সঙ্গীত গাথায়
অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি সুকীর্তি-সম্ভার
জাতীয় সম্পদ গণ্য মনন-চিন্তনে,
রবীন্দ্র-রচনাবলী বাণীর ভাণ্ডার
বিশ্বকবি-রবীন্দ্রের প্রণাম চরণে।

মুর্শিদাবাদ জেলা মিউজিয়াম

বহুদিন হইতে জিয়াগঞ্জে জেলা সংগ্রহশালা স্থাপিত করার চেষ্টা চলিতেছিল। এতদিনে তাহা রূপায়িত হওয়ার পথে চলিয়াছে। গত ৬ই এপ্রিল নেহালিয়া ভবনে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রীদিলীপকুমার গুহ মহোদয় উক্ত সংগ্রহশালার ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উক্ত সংগ্রহশালার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থানীয় মহাজন আড়তদার সমিতি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

সাঁওতালের স্বরাজ গীত

ধিক! ধিক! ধিক! বাঙ্গালী
লাজটী তোদের নাইরে
লাজটী তোদের নাই—
(তোরা) আধা চলিস্ ডাইনে তোখন
আধা চলে বাঁয় রে
আধা চলে বাঁয়।
(তোরা) বক্তিতাতে ভারী জবর
ফাটিয়ে ফেলিস গলারে
ফাটিয়ে ফেলিস গলা।

কাজের বেলা উল্টা করিস্
যায়নি মনের মলা রে
যায়নি মনের মলা।
(তিং দাঁহাতা, তিং দাঁহাতা চিকুর্)
(তোদের) কেবা ছোট, কেবা বড়,
চিন্‌তে কেবা পারে রে
চিন্‌তে কেবা পারে ?
(তোরা) থেকে থেকে চড়ে বসিস্
সর্দ্দারের ঘাড়ে রে
সর্দ্দারের ঘাড়ে।
(তিং দাঁহাতা.....)

স্বোরাজ, স্বোরাজ ক'রে তোরা
ক'রে বসিস্ মান রে
করে বসিস্ মান,
নিজ হাতে কেটে ফেলিস্
স্বোরাজের বাগান রে
স্বোরাজের বাগান।
(তিং দাঁহাতা·····)
বিলাতী জিনিষ তোরা
ছাড়িস্ মাঝে মাঝেরে
ছাড়িস্ মাঝে মাঝে,
বিলাতী মাল আস্‌ছে কত
জাহাজে জাহাজে রে
জাহাজে জাহাজে।
(তিং দাঁহাতা·····)
(তোদের) মরদ বলে দেশী লিবো
মেয়ে চায় বিলাতী রে
মেয়ে চায় বিলাতী।
লুকিয়ে তখন বিলাতী নিস্
এমনি তোদের ছাতিরে
এমনি তোদের ছাতি।
(তিং দাঁহাতা·····)
(তোদের) মায়ের পেটের ভায়ের সাঁথে
মিলটা নাহি আছে রে
মিলটা নাহি আছে।
ঘরে ঘরে ঝগড়া ক'রে
যাস্ হাকিমের কাছে রে
যাস্ হাকিমের কাছে।
(তিং দাঁহাতা·····)
(তোর) ভাই করে যত খরচ
তত করিস্ তুই রে
তত করিস্ তুই।
মামলা ক'রে ভায়ে ভায়ে
হারাস্ বাবার ভুঁই রে
হারাস্ বাবার ভুঁই।
(তিং দাঁহাতা·····)
তোখুন দুই ভাই কাঙ্গাল হ'য়ে
চাকরী করিস্ সার রে
চাকরী করিস্ সার।

টেরী কাটা মাথায় বহিস্
পরের পয়জার রে
পরের পয়জার।
(তিং দাঁহাতা·····)
(তোদের) ঘরের গিন্নি গোঁসাই সেজে
থাকে ঘরের কোণে রে
থাকে ঘরের কোণে।
ছেলে মানুষ করে ঝিয়ে
ভাত রাঁধে বামুনেরে
ভাত রাঁধে বামুনে।
(তিং দাঁহাতা·····)
পরের লাথি ঝাঁটা খেয়ে
টাকা আনিস্ খেটেরে
টাকা আনিস্ খেটে।
তিন ভাগ যায় সাজে গোজে
এক ভাগ দিস্ পেটেরে
এক ভাগ দিস্ পেটে।
(তিং দাঁহাতা·····)
স্বোরাজ স্বোরাজ ব'লে তোরা
চেঁচাস্ খুব সভাতে রে
চেঁচাস খুব সভাতে
ঘরে বাইরে সব ঠাঁই রে
তোরা পরের হাতে রে
তোরা পরের হাতে।
(তিং দাঁহাতা·····)
স্বোরাজ যদি দেখ্‌বি তবে
আয় আমাদের কাছে রে
আয় আমাদের কাছে।
আমরা কেমন মাদল বাজাই
বৌটি মোদের নাচে রে
বৌটি মোদের নাচে।
(তিং দাঁহাতা·····)
তোরা খেদেল সোনায় গয়না পরিস্
কত তোদের ভুলরে
কত তোদের ভুল।
মোদের গয়না ভগবান দেয়
নিত্যি নতুন ফুলরে
নিত্যি নতুন ফুল।
(তিং দাঁহাতা·····)

যথাসম্ভব সংযম অবলম্বনের জন্য সরকার কর্ত্তৃক সংবাদপত্রগুলিকে অনুরোধ

মালদহে শান্তিপূর্ণ অবস্থা অব্যাহত

মালদহ জেলায় সম্প্রতি সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর পর গত ১৮ দিন ধরিয়া সেখানে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। তাহা সত্বেও সরকার সতর্কতা ব্যবস্থার কোনরূপ শৈথিল্য করেন নাই এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়াছেন। জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে এই সকল ব্যবস্থা অতীব সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু, মালদহ জেলার ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ব্ব পাকিস্তানের কোন কোন সংবাদপত্র কিছুদিন ধরিয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বা অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রচার করিয়া যাইতেছেন বলিয়া সরকারের গোচরীভূত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় অত্যাচারের অভিযোগমূলক কাল্পনিক সংবাদও সেখানে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু ঐ জেলায় কোনরূপ হাঙ্গামা ঘটে নাই এবং সম্প্রতি সীমান্তবর্তী একটি নির্ব্বাচনক্ষেত্রে বিধানসভার উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক উহাতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐরূপ ভিত্তিহীন গুজব ছড়ানোর ফলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের কোনও কোনও অংশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জড়িত করিয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সরকার জানিতে পারিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বজায় না থাকিলে যে ধারণাতীত ক্ষতি হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র সমূহ যথেষ্ট পরিমাণ দায়িত্বশীলতা ও সংযম প্রয়োগ করিবেন বলিয়া সরকার একান্তভাবে আশা করেন। সরকার ইহাও প্রত্যাশা করেন যে পশ্চিম বঙ্গের সংবাদপত্র সমূহও পূর্ব্ব পাকিস্তানের গোলযোগের সংবাদাদি পরিবেষণে অনুরূপ সংযম অবলম্বন করিবেন। সরকার পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে আরও অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া বকর্-ঈদ পালনের সময় সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এইসঙ্গে সরকার ইহাও জানাইয়া দিতে চান যে শান্তিভঙ্গের প্ররোচনা দেওয়া বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিঘ্নিত করার সামান্যতম চেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং দুষ্কৃতকারিগণকে অবিলম্বেই শাস্তি দেওয়া হইবে। —প্রেসনোট

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে সিভিল, মেক্যানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত ১৯৬২ সালের ১৫ই জুন পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। দরখাস্তকারীর সর্বনিম্ন যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল পাশ বা তাহার সমান পরীক্ষায় পাশ। যাহারা গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসিয়াছে তাহারাও দরখাস্ত দিতে পারিবে। বয়স গত ১লা জানুয়ারীতে ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে। (তপশীলভুক্তদের পক্ষে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত)। ইনষ্টিটিউটের অফিস হইতে প্রাপ্তব্য নির্দিষ্ট ফরমে প্রস্পেক্টাস লিখিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। নগদ পঞ্চাশ নয়া পয়সা জমা দিলে অফিস হইতে ভর্ত্তির ফরম ও প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে। প্রিন্সিপ্যালের নামে ৫০ নয়া পয়সা মনি-অর্ডার কিংবা ক্রসড পোষ্টাল অর্ডারের সহিত ২৫ নয়া পয়সার ষ্টাম্পযুক্ত দরখাস্তকারীর ঠিকানা সম্বলিত ৯"×৪" সাইজের খাম পাঠাইলেও ইহা ডাকে পাঠান হয়। ভর্ত্তির ফরম ও প্রস্পেক্টাসের মূল্য ডাকটিকিটে গ্রহণ করা হয় না। হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা আছে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল বাহির না হইলেও জুন মাসের শেষের দিকে কিংবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে নির্বাচিত প্রার্থীগণকে ইংলিশ কম্পোজিসেন্, জেনারেল নলেজ, ড্রয়িং ও ম্যাথামেটিকস্ (স্কুল ফাইনাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড) পরীক্ষায় বসিতে হইবে।

মন্তব্য—এই ইনষ্টিটিউট হইতে ১৯৬০-৬১ সালের যে ১৮৩ জন ছাত্রকে ডিপ্লোমা পরীক্ষার্থীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ১৭৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

জে, এল, সাহা, বি, এসসি (গ্লাসগো)
সি, পি, ই, এম, আই, ই
প্রিন্সিপ্যাল

হারাইয়াছে

রাজসাহী জেলার নবাবগঞ্জ থানার রাণীনগর নিবাসী ইউসফ বিশ্বাসের স্ত্রী আঞ্জিমন বিবি মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার কিসমত গাদী মৌজার ১২৮নং খতিয়ানের ও কান্তনগর মৌজার তাঁহার নামীয় জোত বিক্রয় করার জন্য আমাকে খাস আমমোক্তার নামা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছিলেন। উহা আমার পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে। উহা কেহ পাইয়া থাকিলে আমাকে ফেরত দিলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব। হারাণ খাস আমমোক্তারনানা বলে অন্য কোন ব্যক্তি বিক্রয় করিলে আমি তাহাতে দায়ী রহিব না ও উহা বাতিল বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। ইতি ৯-৫-৬২

আহাম্মদ সর্দ্দার, সাং সাহেবনগর,
পোঃ আদিকান্তনগর (মুর্শিদাবাদ)

নিলামী ইস্তাহারের বিষয় নির্দ্ধারণ করার জন্য ধার্য্য দিনের নোটিশ

(দেঃ কাঃ আইনের ২১ অর্ডার, ৬৬ রুল)

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

১৯৬১ সালের ৪৩নং স্বত্বজারী

বাদী—মহাম্মদ ইউসুস মুন্সী পিতা মৃত খোসবর সর্দ্দার সাং ইচলিপাড়া ডিং স্থতী

প্রতিবাদী ৪। লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা ৫। নিমচাঁদ শর্ম্মা সাং, জঙ্গিপুর সাহেববাজার, ডিং রঘুনাথগঞ্জ

যেহেতু উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত ডিক্রীদার উক্ত দায়িকের সম্পত্তি নিলাম করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন; সেমতে আপনাকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে নিলামী ইস্তাহারের মর্ম্ম অবধারিত করার জন্য আগামী সন ১৯৬২ সালের ২রা জুন তারিখ ধার্য্য করা গিয়াছে। আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্তমতে সন ১৯৬২ সালের ২রা মে তারিখে দেওয়া গেল।

By Order
Sd/- H. K. Koy, Sheristadar
2nd. Munsif's Court, Jangipur.
2. 5. 62

দীঘার সমুদ্রতীরে বাঁধ নির্মাণ

নিকৃষ্ট ধরণের মাল-মশলা ব্যবহারের অভিযোগ

৩রা মে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে বর্তমানে দীঘায় প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলধা সমুদ্র সৈকতে তিন মাইল দীর্ঘ একটি বাঁধ। সিমেণ্ট ও ইটের দ্বারা নির্মিত হইতেছে। সমুদ্রের ভাঙ্গন প্রতিরোধ করাই এই বাঁধের উদ্দেশ্য। ঠিকাদারেরা উহা নির্মাণ করিতেছেন। এই সম্পর্কে এইরূপ অভিযোগ করা হইতেছে যে, ইটের পরিবর্ত্তে খোয়া দিয়া বাঁধের ভিত করা হইতেছে এবং নির্মাণ কার্য্যে যে ইট ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা নিকৃষ্ট ধরণের। যে পরিমাণ সিমেণ্ট ব্যবহার করা উচিত তাহাও করা হইতেছে না। এবং সিমেণ্টের সহিত প্রচুর বালি মিশাইয়া গাঁথুনির কাজ চালান হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। এই বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই জুন ১৯৬২

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

৬ মনি ডিঃ সামসুল হক বিশ্বাস দেং আজিজর রহমান নাবালক দিং পক্ষে কোর্ট গার্জ্জেন সরসীমোহন চৌধুরী, উকিল দাবি ৩৬৯ টাকা ৬৯ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ধুলিয়ান বাজার ১৷৷০ শতকের কাত ১৸৵০ আঃ ৪০০৲ খং সাবেক ৮১৭ হাল খং ৬০৫১

চৌকি জঙ্গিপুর এস, ডি, ও, আদালত

নিলামের দিন ১৬ই জুন ১৯৬২

১৯৬০ সালের ভাগচাষ জারী

৭ ভাগচাষ ডিঃ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় দেঃ রতিকান্ত মণ্ডল দাবি ৮৭ টাকা ১৭ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সিমলা ৯৩ শতকের কাত ৬৸০ তদন্তর্গত ৫৩ শতক আঃ ১৫০৲ খং ৩৪৫ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৭৩ শতকের কাত ৪৷৶৭ তদন্তর্গত ১২ শতক আঃ ৫০৲ খং ২৬১ ঐ স্বত্ব

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে, সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—***ডাঃ ডি, ডি, হাজরা***

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।